দৈনিক ইত্তেফাক

তারিখ 29 NOV 1988
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

059

ডকুমেন্টেশন কেন্দ্র

বিশ্ব দরবারে বাংলাদেশকে শিক্ষিত জাতি হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করুন —— এরশাদ

বাসস জানায়, প্রেসিডেন্ট এরশাদ বিশ্ব দরবারে বাংলাদেশকে একটি শিক্ষিত জাতি হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করার লক্ষ্যে সর্বাত্মক প্রয়াস চালানোর জন্য শিক্ষকদের প্রতি নূতন শপথ গ্রহণের আহ্বান জানাইয়াছেন। গতকাল (সোমবার) পাকশীতে বাংলাদেশ প্রাথমিক শিক্ষক সমিতির মহাসম্মেলনে বক্তৃতাকালে প্রেসিডেন্ট উপরোক্ত আহ্বান জানান।

প্রেসিডেন্ট তাঁহার বক্তৃতায় প্রাথমিক শিক্ষকদের কল্যাণ ও প্রাথমিক শিক্ষার উন্নয়নের জন্য বিভিন্ন পদক্ষেপের কথা ঘোষণা

(২য় পৃঃ দ্রঃ)

এরশাদ

(১ম পৃঃ পর)

করেন। তন্মধ্যে রহিয়াছে প্রাথমিক শিক্ষকদের জন্য সমন্বিত বেতন স্কেল গ্রহণ, স্নাতক ডিগ্রীধারী প্রাথমিক শিক্ষকদের গৃহীত অগ্রিম অর্থ-কর্তন বন্ধ এবং প্রাথমিক শিক্ষকদের জন্য হাসপাতালের জমি বরাদ্দ ও কক্সবাজারে তাহাদের জন্য একটি বিনোদন কেন্দ্র স্থাপন। প্রাথমিক শিক্ষকদের সর্বসম্মত ইচ্ছার প্রেক্ষিতে তাহাদের কল্যাণ তহবিলে বর্তমান দুই টাকা জমাদানের পরিমাণ ১০ টাকায় উন্নীত করার পদক্ষেপ গ্রহণ করার কথাও প্রেসিডেন্ট উল্লেখ করেন।

মহাসম্মেলনে অন্যান্যের মধ্যে বক্তৃতা করেন উপ-প্রধানমন্ত্রী ও প্রেসিডেন্টের রাজনৈতিক উপদেষ্টা কাজী জাফর আহমেদ, শিক্ষামন্ত্রী আনিসুল ইসলাম মাহমুদ, সমিতির সভাপতি অধ্যাপক আবুল কালাম আজাদ ও সাধারণ সম্পাদক কাজী আ, কা ফজলুল হক।

প্রেসিডেন্ট বলেন, জাতিকে শিক্ষিত করিয়া তোলার মাধ্যমেই শিক্ষকদের কল্যাণ ও অধিকার নিশ্চিত হইতে পারে। প্রেসিডেন্ট বলেন, শিক্ষিত জাতি গড়ার জন্য জনগণকে শিক্ষিত করার লক্ষ্য অর্জনের উদ্দেশ্যে আমাদের অবশ্যই শিক্ষকদের কল্যাণের প্রতি লক্ষ্য রাখিতে হইবে। তিনি বলেন, সরকারের প্রয়াস সত্ত্বেও দেশে শিক্ষিতের হার বিশ হইতে ত্রিশ ভাগের মধ্যে রহিয়াছে। এই হার বৃদ্ধির জন্য শিক্ষিকদের নিকট পরামর্শ চাহিয়া প্রেসিডেন্ট বলেন, আমরা বিশ্বে প্রমাণ করিতে চাই যে, আমরা দরিদ্র জাতি হইলেও অশিক্ষিত নই।

শিক্ষাঙ্গনে বিশৃংখলার কথা উল্লেখ করিয়া প্রেসিডেন্ট বলেন, ইহার জন্য প্রাথমিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলি দায়ী নয়। কিন্তু পল্লী অঞ্চলের মানুষের সুহৃদ ও পথ প্রদর্শক হিসাবে প্রাথমিক শিক্ষকগণ শিক্ষাঙ্গনে বিরাজমান বিশৃংখলা দূরীকরণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করিতে পারেন।

প্রেসিডেন্ট বলেন, দেশবাসী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহে বিশৃংখলা ও নকলপ্রবণতা চায় না। তাহাদের সন্তানরা রাজনীতিতে জড়িত থাকুক ইহাও তাহারা চায় না। তাহারা চায় তাহাদের সন্তান শিক্ষা অর্জনের মাধ্যমে সুনাগরিক হিসাবে গড়িয়া উঠুক এবং সমাজে তাহারা প্রতিষ্ঠা লাভ করুক।

পৌনঃপুনিক বন্যার কথা উল্লেখ করিয়া প্রেসিডেন্ট এরশাদ বলেন, আমরা আর বন্যা চাই না, আমরা বাঁচিতে চাই। প্রেসিডেন্ট বলেন, "বাংলাদেশ গঙ্গা নদীর পানির ন্যায্য হিস্সা চায়। বন্যা সমস্যার সমাধানে প্রয়াস চালানোর পাশাপাশি পানির ন্যায্য হিস্সা প্রদানের জন্য তিনি অত্র অঞ্চলের দেশসমূহের প্রতি আহ্বান জানান।

প্রেসিডেন্ট দেশবাসীকে ঐক্যবদ্ধ থাকার আহ্বান জানাইয়া বলেন, দেশের ১০ কোটি মানুষ ঐক্যবদ্ধ থাকিলে আমাদের সফলতা সুনিশ্চিত। বিদেশ সফরের কথা উলেখ করিয়া প্রেসিডেন্ট বলেন, ভয়াবহ বন্যা পরিস্থিতি মোকাবিলায় আমাদের নিরলস শ্রম ও আন্তরিকতা দেখিয়া বিশ্ববিবেক মুগ্ধ হইয়াছে। ফলে বিশ্বের সকল দেশ বন্যা সমস্যার সমাধানে সাহায্য-সহযোগিতা অথবা নৈতিক সমর্থন নিয়া আগাইয়া আসিয়াছে।

প্রেসিডেন্ট বলেন, বাজেটে প্রাথমিক শিক্ষাখাতে বরাদ্দের পরিমাণ ৪০ ভাগ হইতে ৫০ ভাগেরও অধিক বৃদ্ধি করার জন্য সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হইয়াছে। দুই হাজার সাল নাগাদ সবার জন্য শিক্ষানীতি বাস্তবায়নের জন্য সর্বনিম্নস্তরে শিক্ষা প্রদানের জন্য পদক্ষেপ গ্রহণ করা হইয়াছে।

সম্মেলনে উপ-প্রধানমন্ত্রী ও প্রেসিডেন্টের রাজনৈতিক উপদেষ্টা কাজী জাফর আহমেদ বলেন, শিক্ষার লক্ষ্য হইতেছে উন্নয়ন ত্বরান্বিত ও উৎপাদন বৃদ্ধি করা। তিনি বলেন, বিগত সরকারসমূহের নেতিবাচক রাজনীতি বর্তমান সরকারের আমলে পরিবর্তন হইয়া উৎপাদন ও উন্নয়নের সকল ক্ষেত্রে গতিশীলতা সৃষ্টি করিয়াছে।

শিক্ষামন্ত্রী আনিসুল ইসলাম মাহমুদ বলেন, আমাদের সন্তানদের যথাযথ শিক্ষা প্রদানের মাধ্যমে আমরা একটি অধিকতর শক্তিশালী দেশ গড়িতে চাই। সেই জন্য দেশ ও জাতির প্রয়োজনে বর্তমান শিক্ষা ও পরীক্ষা পদ্ধতি নূতন করিয়া চালিয়া সাজানো হইবে।